ভারতীয় অরণ্য বাঁচাও

ঐশী কুমার[১] ও দেবাঞ্জনা শূর ভট্টাচার্য[২]

বি.এড. বিভাগ

বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া

৫/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১১১০১, ভারতবর্ষ

[১]aishee213@gmail.com & [২]14debanjana@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ভারত প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কারণে তার বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পদ অরণ্যকে হারিয়ে ফেলছে। মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও সরকারের উদাসীনতার জন্য অরণ্যছেদন হয়েই চলেছে। এই ক্রিয়াকলাপের জন্য ভারতবাসীকে একাধিক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই অধ্যয়ন পত্রটি গৌণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় অরণ্যের বিস্তার, ধরন, অরণ্য ধ্বংসের তৎকালীন কারণ, উদাহরণ ও অরণ্য ধ্বংসের বর্তমান প্রভাব তুলে ধরা হয়ছে। বর্তমানে ভারতের বনভূমির আয়তন 71.22 মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের 21.67 % ভৌগলিক অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। 1988 সালে জাতীয় বননীতিতে ভারতের 33% অঞ্চলে অরণ্য বিস্তারের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয় কিন্তু অরণ্যছেদনের কারনেই গত তিন দশকে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

সূচক শব্দ : অরণ্য, তৎকালীন কারণ, অরণ্য ধ্বংসের বর্তমান প্রভাব।

সূচনা

বিশ্বের দরবারে ভারত বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী সম্ভার, স্থাপত্য ও একাধিক সংস্কৃতির মেলবন্ধনের পাশাপাশি বৈচিত্র্যপূর্ণ অরণ্যের জন্যও বিশেষভাবে পরিচিত। ভারতে কৃষিকাজের পর বনভূমিই দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাথমিক কাজের উৎস। জীবনচক্র ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে অরণ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মহাত্মা গান্ধি বলেছেন, "Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed." স্বাধীনতার সময়কাল থেকে কৃষিজমি, বাসস্থান, সেচ, বিভিন্ন শক্তি প্রকল্প, হাই টেনশন লাইনের জন্য দেশের প্রায় 4 লক্ষ হেক্টর বন ধ্বংস হয়ছে। বর্তমানে ভারতের বনভূমির আয়তন 71.22 মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের 21.67 % ভৌগলিক অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। Wildlife Institute of India দ্বারা প্রকাশিত 2020 তথ্য অনুযায়ী ভারতের মোট সংরক্ষিত অঞ্চলের সংখ্যা হল 981টি। এর মধ্যে রয়ছে 104টি জাতীয় উদ্যান, 566টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। 1988 সালে জাতীয় বননীতিতে ভারতের 33% অঞ্চলে অরণ্য বিস্তারের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয় কিন্তু গত কয়েক দশকে পূর্বের তুলনায় অরণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু পর্যাপ্ত অরণ্যের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে এবং প্রভাবিত হচ্ছে ভারতীয় জলবায়ু এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র।

উদ্দেশ্য

অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য গুলি হল – 1) ভারতের অরণ্যের বিস্তার, শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা। 2) ভারতে অরণ্য ধংসের কারণ, পরিমাণ উদাহরণসহ অধ্যয়ন করা। 3) ভারতে অরণ্য ধংসের তৎকালীন প্রভাবগুলি অধ্যয়ন করা।

উপাদান সংগ্রহ ও প্রণালীবিদ্যা

গবেষণাটি সম্পূর্ণ গৌণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়ছে। ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত India State of Forest Report 2019, ENVS RP on forestry and Forest Related Livelihood অনলাইন সংবাদপত্র ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়ছে। তথ্য উপস্থাপনের জন্য Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 এর সাহায্য নেওয়া হয়ছে।

আলোচনা : ভারতীয় অরণ্যের ধরন ও বিস্তার

H.G. Champion (1960) ভারতীয় অরণ্যের উদ্ভিদগুলিকে মোট 116টি শ্রেণিতে ভাগ করেন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী Champion-এর তৈরি শ্রেণিবিভাগটি বিজ্ঞানী G.S.Puri (1960); Legris (1963); S.K.Seth (1968); S.S. Negi (1990) পরিমার্জিত ও সরলাকারে উপস্থাপন করেন এবং ভারতীয় অরণ্যকে 5টি প্রধান শ্রেণি ও 16টি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করেন।

তালিকা 1: ভারতীয় অরণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও তার আঞ্চলিক বিস্তার

প্রধান বিভাগ	উপবিভাগ	আঞ্চলিক বিস্তার
1)আর্দ্র ক্রান্তীয় অরণ্য	a) ক্রান্তীয় সিক্ত চিরহরিৎ অরণ্য	পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চল
	b) ক্রান্তীয় অর্ধ চিরহরিৎ অরণ্য	পশ্চিম উপকূল, আসাম, পূর্ব হিমালয়ের নিম্নঢাল, উড়িষ্যা, আন্দামান
	c) ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য	পশ্চিমঘাটের উভয়ঢাল, শিবালিক পর্বতের তরাই ও ভাবর অঞ্চল, মণিপুর, পূর্ব মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চল,
	d) উপকূলীয় ও জলাভূমির অরণ্য	তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান
2)শুষ্ক ক্রান্তীয় অরণ্য	a) ক্রান্তীয় শুষ্ক চিরহরিৎ অরণ্য	তামিলনাড়ু উপকূল
	b) ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য	উত্তরের হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণে কন্যাকুমারি পর্যন্ত (রাজস্থান বাদে)
	c) ক্রান্তীয় কাঁটাঝোপ অরণ্য	ভারতের উত্তর-পশ্চিম রাজস্থান, দক্ষিন-পশ্চিম পাঞ্জাব, পশ্চিম হরিয়ানা, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র সন্নিহিত অঞ্চল, পশ্চিম ঘাটের অনুবাত ঢাল
3)পার্বত্য উপক্রান্তীয় অরণ্য	a)পার্বত্য উপক্রান্তীয় পত্রযুক্ত বৃক্ষের অরণ্য	নীলগিরি পর্বতের 1070মিটার–1525মিটার উচ্চতায়, পশ্চিমঘাট ও মহাকাল পর্বতের উচ্চতর অংশ, সাতপুরা, মাউন্ট আবু

	b) উপক্রান্তীয় আর্দ্র পাইন অরণ্য	পশ্চিম হিমালয়ের 73°পূর্ব-88°পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যবর্তী অংশ, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়ের নাগা, খাসি পাহাড়
	c)উপক্রান্তীয় শুষ্ক চিরহরিৎ অরণ্য	ভাবর, শিবালিক, পশ্চিম হিমালয়ের 1000 মিটার উচ্চতায়
4)পার্বত্য নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য	a)পার্বত্য সিক্ত নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য	তামিলনাড়ু ও কেরালার পার্বত্য অঞ্চল,পূর্ব হিমালয়
	b)হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের সিক্ত নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য	কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, দার্জিলিং, সিকিম
	c)হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য	লাদাখ, চাম্বা, কিন্নর, গাড়োয়াল, সিকিম
5)আল্পিয় অরণ্য	a)অব-আল্পিয় অরণ্য	হিমালয়ের 2900মিটার–3500মিটার উচ্চতায়
	b)আর্দ্র আল্পিয় অরণ্য	
	c)শুষ্ক আল্পিয় ঝোপ i)উচ্চ তৃণভূমি ii)নিম্ন তৃণভূমি iii)নদী তীরবর্তী তৃণভূমি	

সূত্র: Jib Vugol, Dey & Chattyopadhay, 2016

তালিকা 2: ভারতীয় অরণ্যের ও বৃক্ষের আঞ্চলিক ও ভৌগলিক বিস্তার (2019)

শ্রেণিবিভাগ	**অঞ্চল (sq km)**	**ভৌগলিক বিস্তার (%)**
খুব ঘন জঙ্গল	99,278	3.02
মধ্যপ্রকৃতির ঘন জঙ্গল	3,08,472	9.38
উন্মুক্ত জঙ্গল	3,04,499	9.26
মোট বন আবরণ*	**7,12,249**	**21.67**
বৃক্ষ আবরণ	95,027	2.89
মোট বন ও বৃক্ষ আবরণ	**8,07,276**	**24.56**
স্ক্রাব	46,297	1.41
নন-ফরেস্ট	25,28,923	76.93
মোট ভৌগলিক অঞ্চল	**32,87,469**	**100**

- 4975 sq km ম্যানগ্রোভ অরণ্যের অন্তর্গত

সূত্র: India State of Forest Report, 2019

ভারতে অরণ্যছেদন

ভারতের জনসংখ্যার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী, যার প্রভাব পরছে অরণ্যের উপর। 2016 থেকে 2019 এর মধ্যে মোট 76,72,337টি বৃক্ষ ছেদিত হয়ছে। 2016-17 সালে 17,31,957টি বৃক্ষ কেটে ফেলা হয়, 2018-19 বৃক্ষছেদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায়

30,36,642টি (The New Indian Express, 10th Feb, 2020)। Center of Global Development-এর সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমানে যে হারে বৃক্ষছেদন হচ্ছে, 2050-এর মধ্যে সকল অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাবে (Bhaya & Kurup, 2018)।

ভারতে অরণ্যছেদনের কারণগুলি হল-

- কাষ্ঠআহরণ : ভারতে প্রতি বছর কাঠের চাহিদা প্রায় 2 কোটি 75 লক্ষ টন। ভারতের গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি কাঠের চাহিদাও ব্যপক। Forest Survey of India রিপোর্ট অনুযায়ী বছরে প্রায় 85000 টন জ্বালানী কাঠের ব্যবহার হয়ে থাকে। ভারতের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে সমীক্ষা করে অনুমান করা গেছে 2030 এ জ্বালানী কাঠের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে যা অরণ্যের পরিমাণকে সংকুচিত করে তুলবে।
- পশুচারণ : ভারতের হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাসযুক্ত অঞ্চলে পশুচারণের মাত্রা অনেক বেশী। এই সকল অঞ্চলের সংলগ্ন বনভূমিতে অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণের জন্য অনেক গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে।
- স্থানান্তর কৃষি : স্থানান্তর কৃষিতে অরণ্য কেটে নতুন কৃষিজমি প্রস্তুত করা হয়, এর ফলে অরণ্যের সংকোচন ঘটে। উত্তরপূর্ব ভারতের আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যের প্রায় 86% মানুষ স্থানান্তর কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রতি বছরে নাগাল্যান্ডের প্রায় 200 স্কোয়ার কিলোমিটার অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে (Down to Earth, 9th Sep, 2019)। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার,ছত্তিসগড় ,ঝাড়খণ্ড ,মধ্যপ্রদেশ , উড়িষ্যায়ও স্থানান্তর কৃষি প্রচলিত। ভারতে প্রত্যেক বছর 20,000 হেক্টর বনভূমি ঝুম চাষের জন্য কেটে ফেলা হচ্ছে (Down to Earth, 9th Sep, 2019)।
- দাবানল : দাবানল প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট উভয়ভাবেই হতে পারে। ভারতে 70% দাবানল মনুষ্যসৃষ্ট হয়ে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে বনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাষ্ঠমাফিয়া বা চোরাশিকারিরা কাঠ চুরি করার পর বনে আগুন লাগিয়ে দেয়, যার ফলে সৃষ্ট হয় দাবানল। 2016 সালে উত্তরাখণ্ডের মোট 3399 হেক্টর বনভূমি আগুনের গ্রাসে ধ্বংস হয়ে যায়। গাড়িয়াল ও শিবালিক পার্বত্য অঞ্চলে 2321 হেক্টর, কুমায়ুন অঞ্চলে 846.13 হেক্টর দাবানলে নষ্ট হয়ে যায়। 2019 সালে ফেব্রুয়ারী মাসে 5 দিনে দাবানলে কর্ণাটকের বান্দিপুর ন্যাশানাল ফরেস্টের 10,920 একর, তামিলনাড়ু মাদুরাই রেঞ্জে 40 একর বন পুড়ে গেছে। এই বছরে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতে মোট 558টি দাবানল ঘটেছে, তার মধ্যে 207টি দাবানল ঘটেছে দক্ষিণ ভারতে।
- বহুমুখী নদী পরিকল্পনা/ বাঁধ নির্মাণ/ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন : বর্তমানে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবের কথা মাথায় রেখে জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ভারত ক্রমাগত নিজেকে পুনর্ভব শক্তি উপর নির্ভরশীল করে তুলছে। কিন্তু এর ফলে পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমানে বৃক্ষ ছেদন হচ্ছে। বর্তমানে অরুনাচল প্রদেশের দিবাং উপত্যকায় জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্পের জন্য প্রায় 2.7 লক্ষ গাছ কেটে ফেলা হয় (Hindustan Times, 22 Apr, 2020)।
- নগরায়ন ও সড়ক সম্প্রসারণ : নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, নগর উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত বৃক্ষ ছেদন হচ্ছে। ভারতের নগরে 2001-2011 সালের মধ্যে 31.1% জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, 2019 এর পরিমাণ বেরে হয় 34.7%। 2019 সালে মহারাষ্ট্রের আরে কলোনিতে যা মুম্বাইয়ের ফুস্ফুস নামে পরিচিত মেট্রো রেলের কারসেডের জন্য

2600টি গাছ কেটে ফেলা হয় (Firstpost, 10th Oct, 2019)। মুম্বাই-আমেদাবাদ বুলেট ট্রেনের জন্য সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যান, তুঙ্গারেস্বর সাঞ্চুরি ও থানে ক্রীক ফ্লামিংগো সাঞ্চুরিতে মোট 115 হেক্টর অরণ্য ধ্বংস করা হয়। এই ধ্বংসের মধ্যে রয়ছে প্রায় 1.5 লক্ষ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ (Conservation India, 9th Feb, 2019)। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ও পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে হোটেল নির্মাণের জন্য বহু বৃক্ষ কেটে ফেলা হচ্ছে।

ভারতে অরণ্য ধ্বংসের প্রভাব

অরণ্য ছেদনের ফলে ভারতীয় জলবায়ু ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। যার ফলে দেখা দিচ্ছে জলসঙ্কট, বন্যা, খরা, ঝড়, হিমবাহের গলন, ধস, ইত্যাদি। বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তিকরণ, লোকালয়ে আক্রমণের হার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- 2019 সালে তামিলনাড়ুতে জলসঙ্কটের জন্য পশ্চিমঘাটের অরণ্যছেদন কিছুটা হলেও দায়ী। IIT Bombay গবেষক দল বলেছেন, পশ্চিমঘাট পর্বতের বনভূমির সাথে তামিলনাড়ুতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাতের একটি সম্পর্ক রয়ছে। পশ্চিমঘাট পর্বতের বনভূমি তামিলনাড়ুকে গড়ে 25%-40% জলীয় বাষ্পের জোগান দেয় (Down to Earth, 8th May, 2018)। তামিলনাড়ু অনুবাত ঢালে অবস্থিত হওয়ায় গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত কম হয় কিন্তু ক্রমাগত বৃক্ষছেদনের ফলে 2017 ও 2018 সালে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি দেখা দেয় যা 2019 সালে আরও চরম হয়ে ওঠে।
- মধ্যপ্রদেশের ভূপালে বিগত দশকে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রায় 26% অরণ্য কেটে ফেলা হয় যার প্রভাবে প্রায় 5° -7° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অরণ্যছেদন পার্বত্য অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে যার ফলে ঘটছে হিমবাহের গলন। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় এবং জোশীমঠে 2021-এ 7ই ফেব্রুয়ারী ও 24শে এপ্রিল হিমবাহ ভেঙ্গে পরে (Hindustan Times, 24 Apr, 2021)। অরণ্য হ্রাসের ফলে পূর্বের তুলনায় ধসের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য বিগত কয়েক বছরে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ক্রমাগত সৃষ্ট হচ্ছে ফণী, আম্ফান, নিসর্গের মতো একাধিক শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়।
- ভারতের বনভূমি সংলগ্ন লোকালয়গুলিতে বাসস্থান ও খাদ্যের অভাবে বন্যপ্রাণীর হানা দেওয়ার পরিমাণ বাড়ছে। এর ফলে যেমন মানুষের প্রান, কৃষিজ ফসল, সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে, তেমনি মানুষের আঘাতে বন্যপ্রাণীর প্রাননাশ হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের ভূমিকা

বর্তমানে ভারতের অরণ্যকে রক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীরা কেবল অরণ্যের ধ্বংস, প্রভাব, অরণ্য সংরক্ষণের উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে গতানুগতিক পাঠ্য পুস্তকের জ্ঞান অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। দেশের নাগরিক হিসেবে ভবিষ্যতে নিজেদেরকে এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে প্রাকৃতিক ও জলবায়ুগত সমস্যামুক্ত সবুজ ভারত উপহার দেওয়ার জন্য পরিবেশগত স্থায়িত্বের কথা স্মরন করে দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি কাজে বদল আনতে হবে। সেগুলি হল-

- গল্পের বই, উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রে E-Book- র ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- বিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য সিনিয়রদের পুরনো পাঠ্য পুস্তক ব্যবহার করতে হবে। নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য কেনা নতুন বই নিজে ব্যবহারের পর পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রিন্টের জন্য পুনঃব্যবহার করা যায় এমন পৃষ্ঠাকে কাজে লাগাতে হবে। অযথা প্রিন্টের জন্য পৃষ্ঠা নষ্ট করা যাবে না।
- নোট্স লেখার ক্ষেত্রে খাতার পৃষ্ঠা অযথা নষ্ট করা যাবেনা। খাতার বদলে MS WORD, GOOGLE DOCS এর ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- বনজ সম্পদ পুনঃব্যবহার করতে হবে।
- অভিভাবক, শিক্ষকের সহায়তায় বাড়িতে, বিদ্যালয়ে গাছ লাগাতে হবে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজেদের গাছের যত্নের দায়িত্ব নিতে হবে।
- কোনো স্থানে বৃক্ষছেদন হলে অভিভাবক বা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। প্রতিবাদ করা সম্ভব না হলে বৃক্ষছেদনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন ইকো-ক্লাব, NGO –র কাছে পৌঁছে দিতে হবে যাতে তারা প্রতিবাদ করতে পারে।
- মানুষকে সচেতন করার জন্য অরণ্য ধ্বংস, তার প্রভাব সম্পর্কিত খবর, অরণ্য সংরক্ষণের উপর তৈরি করা কোনো পোস্টার, প্রতিবেদন অভিভাবক ও শিক্ষিকার সাহায্যে সোশ্যাল মিডিয়ায়, বিভিন্ন গ্রুপে পোস্ট বা আপলোড করতে হবে।

উপসংহার

মহাত্মা গান্ধি বলেছেন, “What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to another.” অর্থাৎ অরণ্যছেদনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে মানবজাতি সমগ্র জীবকুলকে ধ্বংসের দিকে এক ধাপ করে এগিয়ে দিচ্ছে। পরিবেশের সংকটের কথা উপেক্ষা করে দেশবাসী ও সরকার উদাসীনভাবে বৃক্ষছেদন করেই চলেছে এবং এর ফলে ভারতবাসীকে সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রকৃতির ধ্বংসলীলায়। এই রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে সমগ্র জীবকুলকে রক্ষার স্বার্থে অরণ্যসম্পদের সংরক্ষণ, স্থিতিশীল উপায়ে অরণ্য সম্পদের ব্যবহার, বনসৃজন, গ্রীনসিটি, গ্রীনবিল্ডিং ও কঠোর আইনের উপর জোর দিতে হবে।

গ্রন্থিপঞ্জি

1. Bhaya, G. S. & Kurup, R. (2018, April 30). India’s forests are under threat. Retrieved from www.aljazeera.com
2. Dey, Dr. N. K. & Chattyopadhay, S. (2002). *Jib Vugol* (5th ed.), Kolkata, India : Sribhumi, Kolkata

3. ENVIS Centre on Wildlife & Protected Areas. *Protected Areas of India 2020*. Retrieved from www.wiienvis.nic.in
4. Forest covers increasing but still lower than 33% target. *The Hindu*. Retrieved from www.thehindu.com
5. Ghosh, H. (2016, June 4). In just 30 years, India has lost large forests to 23,716 industrial projects. Retrieved from www.scroll.in
6. Goswami, S. (2018, May 8). To save Tamilnadu from water crisis, prevent deforestation in Western Ghats: study. Retrieved from www.downtoearth.org.in
7. Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change. *India State Forest Report 2019*, Volume 1. ISBN 978-81-941018-0-2. Retrieved from www.indiaenvironmentportal.org.in
8. Nandi, J. (2020, April 22). 2.7 lakhs tress to be felled for hydropower project in Arunachal's Dibang Valley. *Hindustan Times*. Retrieved from www.hindustantimes.com
9. Pandey, K. (2019, September 9). Desertification in India: Slash-and-burn farming destroy Nagaland. Retrieved from www.downtoearth.org.in
10. Ranganathan, P. (2019, February 9). A bullet to the lungs: Mumbai set to lose more forest to high-speed railway line. Retrieved from www.conservationindia.org
11. Sarkar, S. (2021, April 24). Another glacier burst at Uttarakhand's Joshimath puts authorities on alert. *Hindustan Times*. Retrieved from www.hindustantimes.com
12. Srivastava, A. (2020, September 11). Forest fires in India. Retrieved from www.theecologist.org
13. Total Forest and Tree Cover rises to 24.56 percent of the total geographical area of the Country. *Press Information Bureau*. Retrieved from www.pib.gov.in
14. Uttarakhand fires: Battle to douse deadly blaze in Indian state (2016, May 2). Retrieved from www.bbc.com
15. Upadhyay, V. (2020, February 10). Tree felling almost doubled between 2016-2019 in India: Data from Environment Ministry. Retrieved from www.newindiaexpress.com
16. Upadhyay, V. (2020, January 2). 85000 tonnes of firewood used across India annually: Forest Survey of India. Retrieved from www.newindiaexpress.com
17. Verma, S. (2019, October 10). Movement to Aarey forest: effects of climate change need nuanced interventions, afforestation isn't enough. Retrieved from www.firstpost.com